**ক্ষুদা মুক্ত শিক্ষা’ঙ্গন গড়ি-পাঠে মনোনিবেশ করি**

 **মোঃ মার্কনী হোসেন**

**মিড ডে মিল**  বাস্তবায়নে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ হবে, শতভাগ শিক্ষার্থী উৎসাহের সাথে উপস্থিত হবে, এগিয়ে যাবে শিক্ষা কায্যক্রম, সফল হবে সার্বজনীন শিক্ষা, ছড়িয়ে পরবে শিক্ষার আলো , আলোকিত হবে **বাংলাদেশ।**

আসুন সরকারের আর্থিক সহযোগিতা না পাওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের উদ্দোগে **মিড ডে মিল** চালু করে গড়ে তুলতে পারি ক্ষুদা মুক্ত শিক্ষাঙ্গন- শ্লোগান দেয় ,”**ক্ষুদা মুক্ত শিক্ষাঙ্গন গড়ি-পাঠে মনোনিবেশ করি**”। সবার সহযোগিতায় শুরু করা যেতে পারে আগামী শিক্ষা বছর থেকে-,”**ক্ষুদা মুক্ত শিক্ষাঙ্গন গড়ি-পাঠে মনোনিবেশ করি**”,

 কার্যক্রমঃ গ্রাম পর্যায়ে ১মঃ আমরা শিক্ষার্থীর নিকট থেকে প্রতি দিন ২০০-২৫০গ্রাম চাল নিতে পারি তাতে সপ্তাহে ১ -১.২৫০কেজি চাল আসবে, এটা আনতে কারও তেমন অসুবিধা হবেনা, নগদ টাকা চাইলে অনেকের জন্য কষ্ট , ডাল চাল মিশিয়ে খিচুড়ি করে দেওয়া যেতে পারে। আয়া/পিয়ন মিলেয় রান্না করতে পারে, প্রথম দিকে একটু কষ্ট হলেও ১/২সপ্তাহ পরে সয়ে যাবে। সহে গেলে প্রতি দিন খাবার আগে ১টাকা হারে গ্রহন করা যেতে পারে , যা দিয়ে অন্য খরচের সহায়তা পাবে।

 ২য়ঃ শিক্ষার্থীরা সবাই প্লেট গ্লাস/পানির বোতল নিজে আনবে নিজ দায়িত্বে খাবার তুলে নিবে । শিক্ষক দাড়িয়ে শুধু সহযোগিতা করবেন, তারা একে অপরের দেখা দেখি বেশ আনন্দের সাথে খাবে, খাবার শেষে তারা নিজ দায়িত্বে সবাই প্লেট গ্লাস/পানির বোতল পরিস্কার করে রেখে দিবে , এতে করে এক সংঙ্গে অনেক কাজ হবে- **ক্ষুদা মুক্ত হবে, পাঠে মনোনিবেশ হবে, একে অপরের প্রতি সহযোগি হবে, পারিবারিক কাজ গুছাতে শিখবে,**

আসুনসবার সহযোগিতায় সরকারের ঘোশিত **মিড ডে মিল** শুরু করি আগামী শিক্ষা বছর থেকে-,”**ক্ষুদা মুক্ত শিক্ষাঙ্গন গড়ি-পাঠে মনোনিবেশ করি**”, আলোকিত হবে বাংলাদেশ, গড়ে উঠবে **সোনার বাংলা** ।